ছবি: বিপ্লব মৈত্র

প্রসেনজিৎ, শুভশ্রী ও যিশুকে নিয়ে ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তর পরিচালনায় শুরু হচ্ছে ‘অভিমান’

আসছে অভিমান

বিনোদনের প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, যিশু সেনগুপ্ত এবং শুভশ্রী গাঙ্গুলি এবার এক ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন। ছবির নাম ‘অভিমান’। পরিচালনায় ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। যিশু সেনগুপ্ত ও সৌরভ দাসের যৌথ প্রযোজনা সংস্থা ‘হোয়াই সো সিরিয়াস ফিল্মস’-এর প্রযোজনায় প্রথম ছবি ‘অভিমান’। তারই মহরত অনুষ্ঠিত হল এন টি ওয়ান স্টুডিওতে। এদিনের মহরত অনুষ্ঠানে দুই প্রযোজক ও পরিচালক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ সেন, শুভশ্রী গাঙ্গুলি, প্রিয়া কার্ফা, হরনাথ চক্রবর্তী, কাঞ্চন মল্লিক, শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে। এদিন ছবির প্রথম পোস্টারের উন্মোচন করেন পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী, দেবালয় ভট্টাচার্য এবং সৃজিত মুখোপাধ্যায়। মুখ্য ভূমিকায় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, যিশু সেনগুপ্ত এবং শুভশ্রী গাঙ্গুলি ছাড়াও অভিনয়ে আছেন প্রিয়া কার্ফা, কাঞ্চন মল্লিক, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। মূলত ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি শোনাবে এই নতুন ছবি। ছবির গল্প, চিত্রনাট্য এবং সংলাপ শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এন টি ওয়ান স্টুডিওতে মহরতে এসে প্রসেনজিৎ বলেন, ‘অনেকদিন পর স্টুডিওর ফ্লোরে শুভ মহরত হল। একটা সময় আমি আর তাপস (পাল) পয়লা বৈশাখের দিন একবার এন টি ওয়ান, তো একবার টেকনিশিয়ান্সে দৌড়ে বেড়াতাম আমাদের ছবির মহরতের জন্য।’ শুভশ্রী গাঙ্গুলি বলেন, ‘এন টি ওয়ান ঘিরে আমারও অনেক স্মৃতি। যাকে জড়িয়ে রাগ, ভালবাসা, অভিমান সবকিছুই। এখনও মনে আছে, রেজিস্টারে সই করে বসে থাকতাম ছবি নিয়ে পরিচালক হরদার সঙ্গে দেখা করব বলে।’ প্রযোজক যিশু সেনগুপ্ত ছবিতে অভিনয় করলেও অপর প্রযোজক সৌরভ দাস এই ছবিতে অভিনয়ে নেই। সৌরভ মজা করে বললেন, ‘অনেক বড় বড় চেকে সই করতে হবে। তাই এই ছবিতে নেই। আবার আমি যে ছবিতে থাকব, সেই ছবিতে যিশুদা চেক সই করার দায়িত্বে থাকবে।’ এদিন মহরত অনুষ্ঠানে সকলের পরনেই ছিল সাদা পোশাক। যেন একসঙ্গে নতুন শুরুর প্রতীক। যিশু ও প্রসেনজিৎকে দেখা গেল সাদা কুর্তায়, আর শুভশ্রী ছিলেন সাদা চুড়িদারে। তাঁদের হাতে ধরা স্লেটে স্পষ্ট লেখা— ‘অভিমান’। সেই একটি শব্দ যেন এই ছবির আবেগ, সংঘাত আর সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করছে। ৫ মার্চ থেকে শুরু ‘অভিমান’ ছবির শুটিং।

অরুণাচলে ছেলেধরা

বিনোদনের প্রতিবেদন: অরুণাচল প্রদেশে শুরু হতে চলেছে শিলাদিত্য মৌলিক পরিচালিত নতুন বাংলা ছবি ‘ছেলেধরা’র শুটিং। ছবির মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। ইন্দো-আমেরিকান যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই ছবির শুটিং হবে অরুণাচল প্রদেশের মনোরম ও তুলনামূলক ভাবে অনাবিষ্কৃত লোকেশন— ইটানগর এবং জিরো ভ্যালিতে। ‘ছেলেধরা’ একটি ফ্যামিলি থ্রিলার, যেখানে পারিবারিক আবেগ, দায়িত্ববোধ এবং নৈতিক দ্বন্দ্ব থ্রিলারের কাঠামোর মধ্যেই তুলে ধরা হয়েছে। ছবিটির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নৈতিক ভাবে জটিল এক নারী চরিত্র— যা বাংলা ছবিতে সচরাচর কম দেখা যায়। ছবির গল্প আবর্তিত হয়েছে এক বিবাহবিচ্ছিন্ন মা বৃষ্টিকে ঘিরে। আবেগের বশে মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষে তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, যখন মেয়েটি সত্যিই অপহৃত হয়। এই টানটান পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই গল্প এগোয়।স্বস্তিকা বলেন, ‘বৃষ্টি এমন চরিত্র নয়, যাকে সহজে ভাল লাগবে। সে আবেগপ্রবণ, আহত এবং ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু একজন মা হিসেবে তার ভালবাসা খুবই প্রকট। এই চরিত্রটা আমাকে নিজের মনের ভেতরে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে।’

সুকান্তর দেশলাই কাঠি এবং শুদ্ধ আবেগ

প্রথাগত পথ ছেড়ে রঞ্জন ঘোষ তৈরি করেছেন ‘অদম্য’। বিপ্লবের শুদ্ধ আবেগকে সিনেমার ভাষায় পর্দায় এনেছেন তিনি। এ কাজে তাঁর সঙ্গী সিনেমাটোগ্রাফার অর্কপ্রভ ও অভিনেতা আরিয়ুন।

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

একটা ছোট্ট দেশলাই কাঠির মুখে যে বারুদ, জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাসে তা বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। সেই কবে সুকান্ত ভট্টাচার্য এই কথা, কবিতার ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর শতবর্ষে, সেই দেশলাইয়ের কাঠির অনুপ্রেরণায় একটা সিনেমা তৈরি করেছেন রঞ্জন ঘোষ— ‘অদম্য’।

এই ছবিতে দেশলাইয়ের কাঠির মতোই ‘নগণ্য’ এক যুবক, পলাশ, বুকের মধ্যে আগুন পুষে রেখে, সেই বারুদে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তোলপাড় করে দেয় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে। একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠির ক্ষমতা দেখে, আরও আতঙ্কিত হয়ে, পলাশকে কোণঠাসা করে, তার বিনাশ ঘটানোর জন্যে, অতি তৎপর হয়ে ওঠে শাসকের পুলিশ।

‘অদম্য’ এক আবেগের নাম। ছবির কাহিনিতে সময়কালের চিহ্ন রাখেননি পরিচালক। ছবির শুরুতেই এক রাজনৈতিক নেতাকে হত্যা করার জন্যে গর্জে ওঠে পলাশের পিস্তল। সূচনা-দৃশ্যে গাছে বাঁধা মাইক্রোফোনের চোঙা, ভেসে-আসা নেতার প্রতিশ্রুতি, গুলির আওয়াজ এই ছবির অভিমুখ তৈরি করে দেয়।

তারপর, ক্রমাগত, বুকে আগুন নিয়ে, পলাশের আত্মগোপন করার প্রয়াস। শহর, মফস্‌সল পেরিয়ে গ্রাম, গ্রাম পেরিয়ে জঙ্গল, নদী, প্রান্তর নিজস্ব ভাষা নিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পর্দায়।

রঞ্জন ঘোষ এর আগে প্রথাগত প্রযোজক নিয়ে, নিজস্ব ভাবনাকে সঙ্গী করে, মূল ধারার ছবি করেছেন। কিন্তু, এবার প্রযোজকের পিছুটান ছেড়ে, প্রথাগত পথ এড়িয়ে, স্বাধীন ভাবে তৈরি করেছেন ‘অদম্য’। এই ছবি তথাকথিত ফর্মুলাকে অগ্রাহ্য করেছে। এই ছবিতে ঝিনচ্যাক নাচা-গানা নেই, সিনেমার নামে সার্কাস নেই। আছে সিনেমার ভাষায় নিজের ভাবনাকে উদ্‌যাপন করার প্রয়াস।

ভেতরের শুদ্ধ আবেগ থেকে ‘অদম্য’ তৈরি করেছেন রঞ্জন। তাই, কঠিন কঠোর যুক্তি, সামাজিক পরিস্থিতির বাস্তবতা, সময়কালকে চিহ্নিত না-করার অভিযোগকে অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন।

এ ছবির পলাশ হতে পারে স্বাধীনতা-পূর্ব কোনও বিপ্লবীর ছায়া, হতে পারে সত্তর দশকের আগুন থেকে উঠে-আসা কোনও যুবক। গ্রামের প্রান্তে ভাঙা ঘরে আত্মগোপন করে থাকাটা কতটা বাস্তবসম্মত, সেই প্রশ্ন অগ্রাহ্য হয়ে যায় পলাশের হৃদয়ের বিশুদ্ধ আবেগে।

একজন, দু’জন আগুনে-মানুষ সমাজকে পাল্টাতে পারে না। কিন্তু, হাত-পা বন্ধ করে, নির্জীবের মতো বসে-থাকাটা কোনও কাজের কথা নয়। একজনের শুদ্ধ আগুন যদি অন্য জনের ভেতরে আগুন জ্বেলে দিতে পারে, তা হলে একটা সমাজ শুদ্ধতার দিকেই এগোবে। সেই স্বপ্ন নিয়েই রঞ্জন তৈরি করেছেন ‘অদম্য’।

তথাকথিত শহুরে সিনেমার গভীরতাহীন জার্নি অগ্রাহ্য করেছেন পরিচালক। গ্রাম, জঙ্গল, নদীর প্রান্তে তিনি নিয়ে গেছেন দর্শককে, পলাশের পথ ধরে। এবং নবীন সিনেমাটোগ্রাফার অর্কপ্রভ দাস পলাশের যাত্রাপথকে নানান ফ্রেমে জীবন্ত করে তুলেছেন। রূঢ় বাস্তবের পথেও, নৌকোর বাঁশের ফাঁক দিয়ে, চাঁদের আলো যেন নতুন আশ্বাস দেয় দর্শকদের। সুন্দরবনের প্রান্তরকে বড্ড জীবন্ত করে তুলেছেন অর্কপ্রভ।

এ ছবি সর্বার্থেই পলাশের জার্নি। এই চরিত্রে আরিয়ুন ঘোষ সার্বিক ভাবে স্পষ্ট করে তুলেছেন পলাশকে। এর আগেও সিনেমায় বা সিরিজে অভিনয় করেছেন আরিয়ুন। কিন্তু এই ছবিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে আরিয়ুনের দক্ষ অভিনয়। এ ছবির প্রায় একক অভিনেতা তিনিই।

মায়ের চরিত্র মূলত আসে ফ্ল্যাশব্যাকে, স্বপ্নে। সেই চরিত্রে, খুব অল্প অবকাশে, গভীর ভাবে স্পর্শ করেন সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়।

‘অদম্য’ একটি ব্যতিক্রমী ছবি। ‘অদম্য’ একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ছবি। ‘অদম্য’ একটি শুদ্ধ আবেগের ছবি।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের দেশলাই কাঠির বার্তাই এ ছবির ধ্রুবপদ। সেই উচ্চারণই শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে— ‘আমরা বেরিয়ে পড়ব, আমরা ছড়িয়ে পড়ব/ শহরে, গঞ্জে, গ্রামে— দিগন্ত থেকে দিগন্তে’।

শুদ্ধ আবেগকে, কে কবে কোথায় রুখতে পেরেছে!

কল্পবিজ্ঞান নিয়ে ছবি পয়লা বৈশাখ

বিনোদনের প্রতিবেদন: ‘পয়লা বৈশাখ’ কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি হলেও ত্রিকোণ প্রেমের গল্প বলবে। গল্প আবর্তিত হয় ইন্দ্র চরিত্রকে ঘিরে। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে ইন্দ্রর জীবন সম্পূর্ণ ভাবে বদলে যায় এক রাতের এক ছোট্ট ঘটনায়। এক চরম পরিস্থিতিতে নার্গিসের সাথে ইন্দ্রর দেখা হয়। ছবিতে নার্গিস চরিত্রে অভিনয় করেছেন মুমতাজ সরকার। ইন্দ্রর চরিত্রে স্নেহম, মৌমিতা চরিত্রে শুভস্মিতা মুখার্জি, মজিদ চরিত্রে শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, রণজিৎ চরিত্রে অনিন্দ্য পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় (রণজিৎ) প্রমুখ। ছবির পরিচালক অর্ক দাশগুপ্ত। ছবিটি গতকাল মুক্তি পেল।

সংস্কৃতির ভুবনে রবীন্দ্রগান

প্রেমের জোয়ারে

সুব্রত সেনগুপ্ত।

কৃষ্ণা কর: বিশ্ব প্রেম দিবসে (১৪ ফেব্রুয়ারি) সাধারণত বেশির ভাগ মানুষই, বিশেষ কারও সঙ্গে নিজেদের মতন করে দিনটি উপভোগ করে। আবার অনেকেই আছেন, যাঁরা সকলের সঙ্গে এই বিশেষ দিনটির আনন্দ ভাগ করে নিতে চান। এমনই একজন হলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সুব্রত সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি ও ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে, ভালবাসার দিনে তাঁর পরিকল্পনায় অনুষ্ঠিত হল ‘প্রেমের জোয়ারে’ শীর্ষক একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মধুসূদন মঞ্চে। অনুষ্ঠানের সূচনা সুব্রত সেনগুপ্তের সঙ্গীত শিক্ষায়তন ‘সপ্তস্বরা’র শিক্ষার্থীদের সম্মেলক গান ‘প্রেমের ফাঁদ পাতা’, ‘এরা সুখের লাগি’ গান দিয়ে। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে দর্শক-শ্রোতাদের আপ্লুত করেন স্বনামধন্য শিল্পীরা। প্রমিতা মল্লিক, লোপামুদ্রা মিত্র, শ্রাবণী সেন, সুব্রত সেনগুপ্ত, মনোময় ভট্টাচার্য, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ‘নীরব রজনী দেখো মগ্ন’, ‘সেদিন দুজনে’, ‘সখী, ভাবনা কাহারে’, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা’, ‘ভালোবেসে, সখী’, ‘জাগরণে যায় বিভাবরী’, ‘তবু মনে রেখো’ ইত্যাদি গান মুগ্ধ করে সকলকে। আবৃত্তিতে সুমন্ত্র সেনগুপ্ত, ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্য। সঞ্চালনায় পূষণ চট্টোপাধ্যায় এবং বন্দনা ভট্টাচার্য ঘটক বেশ ভাল। সুব্রত সেনগুপ্তের অন্যরকম ভাবনায়, সবমিলিয়ে, ভালবাসায় পরিপূর্ণ এক সুরেলা সন্ধ্যা উপভোগ করলেন প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত সকলে।

তোমার পূজার ছলে

বিনোদনের প্রতিবেদন: ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল নাচে-গানে-কবিতায় রবীন্দ্র স্মরণ। ‘তোমার পূজার ছলে’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠানের শুরু হয় মনোমুগ্ধকর বেদপাঠ দিয়ে।

নৃত্যে বান্ধুলি চ্যাটার্জির ‘পিনাকেতে লাগে টঙ্কার’ মন ভরায়। গানে মৌমিতা নাগের গাওয়া ‘জগৎ জুড়ে উদার সুরে’ শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। এর পরের শিল্পী দ্বিজেশ চট্টোপাধ্যায় আটটি পূজা পর্যায়ের গান দিয়ে সুরের মালা গাঁথেন। বিশেষত ‘আজি বিজন ঘরে নিশীথরাতে’ গানটি এক অদ্ভুত আবেশের দ্যোতনা সৃষ্টি করে।

মোহন সিং খাঙ্গুরা।

দ্বিজেশ চট্টোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানের প্রধান শিল্পী মোহন সিং খাঙ্গুরা তাঁর মোহনীয় উদাত্ত কণ্ঠে একের পর এক রবীন্দ্রগানে দর্শকদের বিভোর করে তোলেন। বিশেষত ‘রাখো রাখো রে’ এবং ‘নিশিদিন মোর পরানে’ শ্রোতাদের সুরের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কবিতায় একক জয়তী এবং শ্রুতি অঙ্গনের শিল্পীরা যথাযথ পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান শেষ হয় সত্যম-এর সমবেত নৃত্য দিয়ে। এছাড়াও সঙ্গীত পরিবেশন করেন মধুমিতা ঘোষ ও স্বর্ণালি পাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ডাঃ শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ২৫.০৩.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, দুর্গাপুর
সিটি সেন্টার, রেড ক্রস রোড, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। ই-মেল: cs8222@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি (বায়না জমা) এবং নথিপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: ২৫.০৩.২০২৬, দুপুর ২টো পর্যন্ত

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’** এবং **‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ
[সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক / বাস্তবিক দখলে রয়েছে]

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম, ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতার নাম] এবং দখলের প্রকৃতি	ক) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) ১৩(২) নোটিসের তারিখে বকেয়া	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য (টাকার অঙ্কে)	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় সম্পর্কিত তথ্য
১	শাখা অফিস: ০২১১২০- বোলপুর বর্ধমান অ্যাকাউন্ট: মিঠুন চ্যাটার্জি ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার: ১. মিঠুন চ্যাটার্জি, পিতা- প্রয়াত মানিক চন্দ্র চ্যাটার্জি ২. শ্রীমতী চন্দ্রাণী চ্যাটার্জি (জামিনদার), স্বামী- মিঠুন চ্যাটার্জি উভয়ের ঠিকানা: সাগরিকা অ্যাপার্টমেন্ট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, প্রোফেসর কলোনি, বোলপুর, পোঃঅঃ ও থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩১২০৪	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: ফ্ল্যাট নং জি-১/এ, সাগরিকা অ্যাপার্টমেন্ট, জেলা- বীরভূম, থানা- বোলপুর, মৌজা- বাঁধগোড়া, জে এল নং ১০০, আর এস খতিয়ান নং ৮৪৮, এল আর খতিয়ান নং ৯৬২৫, ৯২৬২৬, ৯২৬৭, ৯২৬৮, প্রোফেসর কলোনি, পোঃঅঃ- বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পিন-৭৩১২০৪। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]	ক) ২৮.১২.২০১৮ খ) ১৬.০৩.২০১৯ (প্রতীকী দখল) গ) ₹১৯,৫৪,৮৩১.০০ (উনিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার আটশো একত্রিশ টাকা মাত্র), ০১.১২.২০১৮ অনুসারে	ক) ₹১৪,৮৫,০০০.০০ খ) ₹১,৪৮,৫০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৫.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা	ব্যাঙ্কের জানা নেই
২	শাখা অফিস: ০২০৭২০- কালনা বর্ধমান অ্যাকাউন্ট: নগেন পাল ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার: ১. নগেন পাল, ভবা পাগলা মন্দিরের কাছে, জাপট, কালীতলা, পোঃঅঃ ও থানা- কালনা, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩৪০৯ ২. মিসেস লক্ষ্মী পাল, স্বামী- নগেন পাল, ভবা পাগলা মন্দিরের কাছে, জাপট, কালীতলা, পোঃঅঃ ও থানা- কালনা, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩৪০৯ ৩. প্রসেনজিৎ সরকার, পিতা- হরিপদ পাল, গ্রাম- বোমপুর, পোঃঅঃ- মসজিদপুর, থানা- গলসি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩৪২৮	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা- পূর্ব বর্ধমান, থানা- কালনা, মৌজা- কালনা, জে এল নং ১৬৪, আর এস খতিয়ান নং ২৫৮৩, এল আর খতিয়ান নং ১৬৪১৩, আর এস প্লট নং ৫৩৬২, এল আর প্লট নং ৯৭৭২, জমির পরিমাপ- সামান্য কমবেশি ৩.৫০ শতক, কালনা পুরসভার ০৬ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, মহল্লা- সাসপুর, হোল্ডিং নং ৫৮৮, ৫৮৯, এডিএসআর- কালনায় রেজিস্টার্ড ২০১৩ সালের দলিল নং ৩৪৭ অনুসারে সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী নগেন পাল, পিতা- হরিপদ পাল। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ২৪.০৮.২০২১ খ) ২৯.১০.২০২১ (প্রতীকী দখল) গ) ₹১৯,৭৯,৭২১.৭৪ (উনিশ লক্ষ উনআশি হাজার সাতশো একুশ টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা মাত্র), ৩১.০৭.২০২১ অনুসারে	ক) ₹২২,৬৫,০০০.০০ খ) ₹২,২৬,৫০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৫.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩	শাখা অফিস: ০৫৪১০০- জি টি রোড বর্ধমান অ্যাকাউন্ট: মেসার্স ম্যাট্রিক্স টেক্সটাইল ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার: ১. মেসার্স ম্যাট্রিক্স টেক্সটাইল ঘোষ, মেমারি, মহাকালী রাইস মিলের কাছে, পিন-৭১৩১৪৬, গ্রাম ও পোঃঅঃ- ঘোষ, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ২. জাহাঙ্গির মল্লিক (প্রোপ্রাইটর) পিতা- হাবিব মল্লিক, গ্রাম ও পোঃঅঃ- ঘোষ, থানা- মেমারি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১৪৬ ৩. সফিয়া খাতুন (জামিনদার) গ্রাম ও পোঃঅঃ- মেমারি কাশিয়াড়া, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১৪৬	(১) নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা- পূর্ব বর্ধমান, মৌজা- ঘোষ, জে এল নং ১৭৫, গোপ গ্যাটর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, এল আর খতিয়ান নং ৬৪৭ ও ৫৫২, আর এস এবং এল আর প্লট নং ২৩৭, ২৩৮, জমির পরিমাপ- সামান্য কমবেশি ০.৬৬ একর, প্রকৃতি- সুনা, থানা এবং এডিএসআরও- মেমারি, বর্ধমান সমীপে রেজিস্টার্ড ১০.১০.২১২ তারিখের দলিল নং I-৫৫৪৭; ১২.০৭.২০১২ তারিখের দলিল নং ৩৯৯৯; ১৫.০৬.২০১১ তারিখের দলিল নং ২৮০১ এবং ১৫.০৬.২০১১ তারিখের দলিল নং ২৮০১ অনুসারে সম্পত্তির মালিকানা জাহাঙ্গির মল্লিক, পিতা- হাসিব মল্লিক-এর নামে। (২) নিম্নোক্ত ফাঁকা জমি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ২৩৯, জে এল নং ১৭৫, খতিয়ান নং ৬৪৬, জমির পরিমাপ- ৩১ ডেসিমেল, ১৯.০৩.২০১৯ তারিখের রেজিস্টার্ড দলিল নং ১১৫৬ (দলিল নং I-১১৫৬/২০১৯) এবং ০৩.১২.২০১৫ তারিখের শৃঙ্খল দলিল নং ৪৬২৫ অনুসারে সম্পত্তির মালিকানা জাহাঙ্গির মল্লিক, পিতা- হাসিব মল্লিক-এর নামে। (৩) মেসার্স ম্যাট্রিক্স টেক্সটাইল-এর স্বত্বাধীনে যাবতীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ এবং অপর সকল স্থায়ী পরিসম্পদের রেহানাবন্ধন যার অবস্থান: গ্রাম- ঘোষ, থানা- মেমারি, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১৪৬। [সম্পত্তিগুলি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ২৫.০৬.২০২১ খ) ২৯.১০.২০২১ (প্রতীকী দখল) গ) ₹১,৩৫,১৮,৪২০.৭৮ (এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ আঠারো হাজার চারশো কুড়ি টাকা এবং আটাত্তর পয়সা মাত্র), ৩১.০৫.২০২১ অনুসারে * গঠনমূলক দখল ***	ক) ₹৯৫,০০,০০০.০০ খ) ₹৯,৫০,০০০.০০ গ) ₹৩০,০০০.০০	২৫.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪	শাখা অফিস: ০৯৮০২০- বর্ধমান স্টেশন শাখা অ্যাকাউন্টের নাম: নাসিম খান এবং মেসার্স দৌলত রাইস অ্যান্ড প্যাডি ট্রেডারস ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার: ১. মিঃ নাসিম খান, পিতা- পিয়ার আলি খান ২. ওয়াসিম আক্রম খান, পিতা- পিয়ার আলি খান ৩. দৌলত রাইস অ্যান্ড প্যাডি ট্রেডারস, প্রযত্নে- নাসিম খান পিতা- পিয়ার আলি খান, ঠিকানা: গ্রাম ও পোঃঅঃ- পাঠান পাড়া, উখরিদ, থানা- খণ্ডঘোষ, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১৪২	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা- পূর্ব বর্ধমান, থানা- খণ্ডঘোষ, মৌজা- উখরিদ, জে এল নং ৪০, খতিয়ান নং ১১১৮, ৫৭১ (পরচা অনুসারে খতিয়ান নং ৩৮৪৭), আর এস এবং এল আর প্লট নং ৩৭৯৩, জমির পরিমাপ ০৬ শতক, এডিএসআর- খণ্ডঘোষ, বর্ধমান সমীপে রেজিস্টার্ড দলিল নং I-২৫৮/২০১৬ এবং I-৮৮/২০১৯ অনুসারে সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী নাসিম খান, পিতা- পিয়ার আলি খান। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ১০.০৩.২০২৫ খ) ১৯.০৭.২০২৫ (প্রতীকী দখল) গ) ₹৩৭,০০,১৫৮.০০ (সাঁইত্রিশ লক্ষ একশো আটান্ন টাকা মাত্র), ২৮.০২.২০২৫ অনুযায়ী	ক) ₹৩৮,৫০,০০০.০০ খ) ₹৩,৮৫,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৫.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৫	শাখা অফিস: বোলপুর (০২১১২০) অ্যাকাউন্ট: সুকল হেমব্রম ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার: মিঃ সুকল হেমব্রম, পিতা- কাশীনাথ হেমব্রম গ্রাম-গোপালনগর, পোঃঅঃ- নিমগোরাই, থানা- পানরুই বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩১২০১ মিসেস ঝর্না হেমব্রম, স্বামী- সুকল হেমব্রম, গ্রাম- গোপালনগর, পোঃঅঃ- নিমগোরাই, থানা- পানরুই বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩১২০১	জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা- বীরভূম, থানা- বোলপুর, মৌজা- কালিকাপুর, জে এল নং ৯৮, এল আর খতিয়ান নম্বর ৩৫৯, আর এস এবং এল আর দাগ নম্বর ১৪৩৭, জমির পরিমাপ- সামান্য কমবেশি ৫.৪২ শতক, এডিএসআর বোলপুর, বীরভূমে নথিভুক্ত দলিল নম্বর I-০৩০৩-১০২৪৩/২০১৮ অনুসারে সুকল হেমব্রম এবং ঝর্না হেমব্রমের নামে। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]	ক) ১৯.০৬.২০২৩ খ) ০৩.১১.২০২৩ (প্রতীকী দখল) এবং ২৭.০৯.২০২৪ (বাস্তবিক দখল) গ) ₹২৪,৪৮,৯৫৫.০০ (চব্বিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার নশো পঞ্চান্ন টাকা মাত্র), ৩১.০৫.২০২৩ অনুযায়ী	ক) ₹২৬,২০,০০০.০০ খ) ₹২,৬২,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৫.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৬	শাখা অফিস: জি টি রোড বর্ধমান (০২২৪১০) অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স অমিতাভ বিশ্বাস এবং মেসার্স দেবাশিস বিশ্বাস ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার: ১. মেসার্স অমিতাভ বিশ্বাস, প্রোপ্রাইটর: মিঃ অমিতাভ বিশ্বাস ২. মেসার্স দেবাশিস বিশ্বাস, প্রোপ্রাইটর: দেবাশিস বিশ্বাস ৩. মিঃ অমিতাভ বিশ্বাস ৪. মিঃ দেবাশিস বিশ্বাস ৫. মিসেস সঙ্গীতা বিশ্বাস ৬. শ্রীমতী অঞ্জলি বিশ্বাস সকলের ঠিকানা: গ্রাম- শ্রীকৃষ্ণপুর, পাড়া- বিশালাক্ষ্মী তলা, পোঃঅঃ- দশঘরা, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২৪০২	নিম্নোক্ত জমি ও কাঠামোর ওপর দাখিলার সম্প্রসারণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- শ্রীকৃষ্ণপুর, জে এল নং ৩০, এল আর খতিয়ান নং ১১৩, বর্তমান খতিয়ান নং ৪৪৮১, প্লট নং ২২৪৫, জমির পরিমাপ ০.৩৭ একর, গ্রাম ও পোঃঅঃ- দশঘরা, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলি। দলিল নং ২৩১১/২০১৩ অনুসারে সম্পত্তির মালিকানা অমিতাভ বিশ্বাসের নামে (মেসার্স অমিতাভ বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে সমান্তরাল বন্ধক এবং মেসার্স দেবাশিস বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে সম্প্রসারিত সমান্তরাল বন্ধক অনুযায়ী ধারণকৃত)। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ২১.০৬.২০২১ এবং ১৩.০১.২০২২ খ) ১৭.০২.২০২২ গ) ₹২,৩৮,৩৬,৮১৯.৭৮ (দুই কোটি আটত্রিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার আটশো উনিশ টাকা এবং আটাত্তর পয়সা মাত্র), ২১.০৬.২০২১ তারিখের ১৩(২) নোটিস অনুসারে এবং ₹৬৯,৫৭,৬৫৪.২৪ (উনসত্তর লক্ষ সাতান্ন হাজার ছশো চুয়ান্ন টাকা এবং চব্বিশ পয়সা মাত্র), ১৩.০১.২০২২ তারিখের ভিত্তিতে গ) ১৫.১১.২০২৫	ক) ₹১,৮৮,১০,০০০.০০ খ) ₹১৮,৮১,০০০.০০ গ) ₹৫০,০০০.০০	২৫.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৭	শাখা অফিস: জি টি রোড বর্ধমান (০২২৪১০) অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স স্বস্তিকা অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার: ১. মেসার্স স্বস্তিকা অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ ২. মিঃ রাজীব মণ্ডল (অংশীদার) ৩. শিখা মণ্ডল (অংশীদার) ৪. মিঃ জয়দেব তা (অংশীদার) সকলের ঠিকানা: গ্রাম ও পোঃঅঃ- বোকরা, থানা- রায়না, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪২১ মোবাইল: ৮৯১৮৮৯৪৮৪২	সম্পত্তি নং ১: রাইস মিলের জমি ও কাঠামো যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বোকরা, জে এল নং ৯৬, এল আর খতিয়ান নং ১২২৮, এল আর প্লট নং ১৯০২, জমির পরিমাপ ০.৭৪ একর, প্রকৃতি- ‘রাইস মিল’, পোঃঅঃ ও থানা- রায়না, জেলা- বর্ধমান, দলিল নং ১৬৬৫/২০১৪ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা রাজীব মণ্ডল, পিতা- শিবসাধন মণ্ডল-এর নামে। সম্পত্তি নং ২: জমি ও বাড়ি যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- সেহরা, জে এল নং ৫৫, এল আর খতিয়ান নং ৩৫৫০, এল আর প্লট নং ১২৬২, জমির পরিমাপ ০.০৪ একর, প্রকৃতি- ‘বাস্তু’, থানা- রায়না। দলিল নং ৩২২২/২০১০ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা জয়দেব তা, পিতা- রাধাশ্যাম তা-এর নামে। সম্পত্তি নং ৩: রাইস মিলের জমি যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বোকরা, জে এল নং ৯৬, এল আর খতিয়ান নং ১২৫৯, এল আর প্লট নং ১৯০২, জমির পরিমাপ ০.১০ একর, প্রকৃতি- ‘রাইস মিল’, পোঃঅঃ ও থানা- রায়না, জেলা- বর্ধমান, দলিল নং ০২০১০১২১৮/২০১৮ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা শিখা মণ্ডল, স্বামী- রাজীব মণ্ডল-এর নামে। সম্পত্তি নং ৪: নিম্নোক্ত জমি যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বোকরা, জে এল নং ৯৬, এল আর খতিয়ান নং ১৩১৪, প্লট নং ১০১, থানা- রায়না, এডিএসআর অফিস- রায়না, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, দলিল নং ২৬৬১/১৮ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা রাজীব মণ্ডল, পিতা- শিবসাধন মণ্ডল-এর নামে। সম্পত্তি নং ৫: মৌজা- বোকরা, থানা ও পোঃঅঃ- রায়না, জেলা- পূর্ব বর্ধমানে অবস্থিত মেসার্স স্বস্তিকা অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর স্বত্বাধীন যাবতীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের রেহানাবন্ধন। [সম্পত্তিগুলি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ১১.০৫.২০২২ খ) ২২.০৭.২০২২ গ) ₹৪,৭৯,১৯,৯২৩.৪৭ (চার কোটি উনআশি লক্ষ উনিশ হাজার নশো তেইশ টাকা এবং সাতচল্লিশ পয়সা মাত্র)	সম্পত্তি নং ১ ক) ₹১,০৭,১০,০০০.০০ খ) ₹১০,৭১,০০০.০০ গ) ₹৫০,০০০.০০ সম্পত্তি নং ২ ক) ₹১৩,৩৩,০০০.০০ খ) ₹১,৩৩,৩০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ সম্পত্তি নং ৩ ক) ₹৫,৯৫,০০০.০০ খ) ₹৫৯,৫০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ সম্পত্তি নং ৪ ক) ₹১৪,৪৫,০০০.০০ খ) ₹১,৪৪,৫০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ সম্পত্তি নং ৫ ক) ₹২৪,৬৮,০০০.০০ খ) ₹২,৪৬,৮০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৫.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা	ব্যাঙ্কের জানা নেই

শর্ত ও নিয়মাবলি:

এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:

১. সম্পত্তিগুলি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’** এবং **‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি **২৫.০৩.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টার** মধ্যে **https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইট দেখুন।
৫. বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আগ্রহী বিডারগণ অনুগ্রহপূর্বক এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন: **মিঃ অশোক কুমার (চিফ ম্যানেজার), মোবাইল: ৯১০২৪০৫৭৯০।**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে ৩০/১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৭.০২.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি